রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে সলমন খুরশিদের চিঠি

সলমন খুরশিদ — বিদেশমন্ত্রী, ভারত

নং- ১০৫৭৭/ইএএম/২০১৩ — ডিসেম্বর, ১৩, ২০১৩

প্রতি,
মাননীয় চেয়ারম্যান,
রাজ্যসভা
নয়াদিল্লি

মহাশয়,

ভারত-বাংলাদেশ জমি সংক্রান্ত সীমান্ত চুক্তি বিষয়ে সংবিধান সংশোধনী বিল, ২০১৩ (১১৯তম সংশোধনী) নিয়ে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা শ্রী অরুণ জেটলি রাজ্যসভার মহাসচিবকে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে গত ৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে যে চিঠি দিয়েছেন, আমার এই চিঠি তারই পরিপ্রেক্ষিতে।

শ্রী অরুণ জেটলি লিখেছেন, ভারতের অঞ্চল সংবিধানের মূল কাঠামোর অংশ এবং ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে ভূখণ্ড অদলবদল করার আইনত অধিকার সংসদের নেই। কিন্তু এটা সঠিক নয়, যেহেতু সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিদেশি অঞ্চল অধিগ্রহণ করার যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি জমি বদল অথবা হস্তান্তর করার সহজাত অধিকার ভারতের রয়েছে এবং যদি এর বিরোধিতা করা হয় তা হবে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন সময়ে যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সে ব্যাপারে শ্রী অরুণ জেটলি যে কথা বলেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয় এবং আইনসঙ্গত নয়। *বেরুবাড়ি ইউনিয়ন(১), রেফা,* (১৯৬০) ৩ এসসিআর ২৫০ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ৮ বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, সংবিধানের ৩৬৮ ধারায় সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতের ভূখণ্ডের কিছু অংশ বিদেশি রাষ্ট্রকে দেওয়ার অনুমতি দিতে পারে, তবে শুধুমাত্র সংসদে আইন পাস করে তা দেওয়া সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত অংশ সেই রায়ের সারাংশ।

"**৪৬,** *আমরা মনে করি, ভারতের কিছু অংশ পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বদলের জন্য সংবিধানের প্রথম তপশিলের ১ নম্বর ধারার সংশোধন জড়িত*

কারণ, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে ভারতের অঞ্চল হ্রাস পাবে। এই সংশোধন সংবিধানের ৩৬৮ নম্বর ধারায় করা যেতে পারে। এই অবস্থান বিতর্কিত নয় এবং আগে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি; ভূখণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর এবং চুক্তি রূপায়িত করতে ৩৬৮ নম্বর ধারায় সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে।

ডে. নং....৬৩৫

তারিখ: ১৬/১২/২০১৩

বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ১২ এবং কোচবিহার ছিটমহলের কিছু অংশ বিনিময় চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল। সংসদ চাইলে সংবিধানের ৩ নম্বর ধারায় সংশোধনী এনে আইন পাস করে ভূখণ্ডের কিছু অংশ বিদেশি রাষ্ট্রকে দিতে পারে। যদি এ ধরনের আইন তখন পাস করা হয়, তাহলে ৩ নম্বর ধারায় সংশোধনী এনে চুক্তি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নেরও অধিকার রয়েছে সংসদের। অন্যদিকে, ৩৬৮ নম্বর ধারায় প্রয়োজনীয় আইন পাস হলে তা চুক্তি কার্যকর ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।"

উপরোক্ত তথ্যের সমর্থনে *বেরুবাড়ি রায়ের* অনুচ্ছেদ ২৯ উল্লেখ করা যেতে পারে:

"২৯. ক্ষমতা বা অধিকার সম্পর্কে যা সত্য, নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া, সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম অংশে সার্বভৌমত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখের সঙ্গে যে গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে তার প্রেক্ষিতে এটা মেনে নেওয়া সহজ নয়। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রয়োজনে দেশের কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতাও সার্বভৌমত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে, সংবিধানের যে কোন ধারায় ব্যবহৃত শব্দ অস্পষ্ট অথবা দ্ব্যর্থক এবং তার ব্যাখ্যার জন্য প্রস্তাবনার মধ্যে সন্নিহিত অংশের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রস্তাবনার সীমাবদ্ধতার বিষয়ে মিস্টার চ্যাটার্জি বক্তব্য সঠিক নয়।"

এছাড়া, সুপ্রিম কোর্টের ৫ বিচারপতির বেঞ্চ *বেরুবাড়ি রায়* (১৯৬০) ৩ এসসিআর ২৫০ *ভারত সরকার ও সুকুমার সেনগুপ্তর* ১৯৯০ মামলায় এসইউপিপি এসসিসি ৫৪৫এর ৫৬১ পাতায় নিম্নলিখিত কথা উল্লেখ করেছে:

২০. এর আগে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭৪ এবং ১৯৮২ চুক্তি থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, নবম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভূখণ্ড হাতবদল করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে না। পূর্ব পাকিস্তানকে বেরুবাড়ি ১২ নং. দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাংলাদেশকে দেওয়া হবে না, তেমনই দহগ্রাম ও অঙ্গরপোতা ভারতের হাতে তুলে না দিয়ে বাংলাদেশের অধীনেই থাকবে। প্রশ্ন হল, উপরিউল্লিখিত বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের আর প্রয়োজন আছে কিনা। ডিভিশন বেঞ্চের

মতে, বাংলাদেশের সঙ্গে জমি হাতবদল নিয়ে বিজ্ঞক্তি জারির আগে ১৯৭৪ ও ১৯৮২-এ দু দেশের মধ্যে চুক্তির বিষয় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট তপশিলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বেরুবাড়িকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্যই এটা করা দরকার বলে ডিভিশন বেঞ্চ মনে করে।

২১. এ্যাটর্নি জেনারেল এর প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন এবং সংবিধান সংশোধন জরুরি বলেও ডিভিশন বেঞ্চকে বলা হয়নি। আমরা মনে করি, এ্যাটর্নি জেনারেল তাঁর যে মতামত জানিয়েছেন তা যথার্থ। সম্পূর্ণ রায় দেখে মনে হচ্ছে, এ্যাটর্নি জেনারেল ডিভিশন বেঞ্চের সামনে যে কথা বলেছেন, তাতে ১৯৭৪ এবং ১৯৮২-র চুক্তি অনুযায়ী জমি হস্তান্তর করতে হলে তা সাংবিধানিক অনুমোদন অথবা এবিষয়ে সংবিধান সংশোধন আবশ্যিক। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ডিভিশন বেঞ্চ মনে করে, ভারতের অঞ্চল হস্তান্তর অপ্রয়োজনীয়। আমরা আরও মনে করি, যেহেতু বিজ্ঞপ্তি জারির কোন দিন ধার্য হয়নি এবং সংবিধানের নবম সংশোধনী অকেজো এবং তা বাস্তবায়িত করা হয়নি,(নবম সংশোধনীর ১ নম্বর তপশিলের ৩ এর অংশ), তাই ১৯৭৪ এবং ১৯৮২-র চুক্তি রূপায়িত করার জন্য কোন সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই। আমাদের মতে, ডিভিশন বেঞ্চের আপাতবিরুদ্ধ এই মত প্রকাশ ত্রুটিপূর্ণ।

অর্থাৎ উপরোক্ত রায়, বেরুবাড়ির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অঞ্চল হাতবদল করা হলে সংবিধান সংশোধন জরুরি। কিন্তু এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মনে করে, যেহেতু কোন অঞ্চল হাতবদল হচ্ছে না বলে তাই সংবিধান সংশোধন অপ্রয়োজনীয়।

সুতরাং, এটা প্রশ্নাতীত সিদ্ধান্ত যে, সুপ্রিম কোর্ট সর্বজনগ্রাহ্য নীতির ভিত্তিতে যে রায় দিয়েছে, সার্বভৌমত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দেশের অংশ বদল অথবা ত্যাগ করার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা যেতে পারে ৩৬৮ ধারায় ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। এবং সংবিধান (১১৯তম সংশোধনী) বিল, ২০১৩-এর ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চাওয়া হয়েছে।

শ্রদ্ধাসহ,

বিনীত

সলমন খুরশিদ

কপি দেওয়া হল রাজ্যসভার মহাসচিবকে